২৬-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- আধাকল্প ধরে মায়া তোমাদের অভিশাপ দিয়ে এসেছে, এখন বাবা তোমাদের সব অভিশাপ থেকে মুক্ত করে বর্সা দিতে এসেছেন, তোমরা শ্রীমতে চললে বর্সা প্রাপ্তির উপযুক্ত হতে পারবে"

প্রশ্ন :---- দেহী - অভিমানী হওয়ার যথার্থ রহস্য তোমরা বাচ্চারা কি বুঝেছ ?

উত্তর :--- পুরানো দুনিয়া থেকে মরে গিয়ে বাবার হওয়া অর্থাত্ মরজীবা (জীবিত থেকেও মৃত) হওয়া মানেই দেহী - অভিমানী হওয়া । এই পুরানো জুতোকে (শরীর) ভুলে বাবার সমান অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ কর -- এই হলো দেহী - অভিমানী হওয়ার যথার্থ রহস্য ।

গীত :- ওম নমঃ শিবায় ••••

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে । একদিকে ভক্তরা চরম অন্ধকারে, অন্য দিকে মাতা - পিতার বাচ্চারা, যাঁর মহিমা তোমরা শুনেছ আর এখন সামনে বসে আছ । বলা হয় শিবায় নমঃ । তারপর চট করে বলে দেয় তুমি মাতা - পিতা ••• সবার মাতা - পিতা, স্বামীও তিনি । বোঝানো হয়েছে - মনুষ্য মাত্রই নর অথবা নারী সবাই ভক্ত, কনে (নব বধূ বেশী কন্যা) আর একমাত্র তিনিই হলেন বর, স্বামী, মাত - পিতা । কিন্তু বাস্তবে তোমরা অর্থাৎ বাচ্চাদের পিতা উনি, প্রেমিকাদের প্রেমিক । একথা শুধু তোমরা বাচ্চারাই জান আর সবাই তো অন্ধকারে । তোমরা এখন আলোতে এসেছ। তোমরা জান আমরা এখন বাবার সামনে বসে আছি । নিরাকার ভগবান কিভাবে সৃষ্টি রচনা করেছেন ? নিশ্চয়ই মাতা - পিতাকেও চাই, এইজন্য বাবা বলেছেন আমি এনার দ্বারা(ব্রহ্মা) বাচ্চাদের নতুন জন্ম দিই । তোমরাও বলো, আমরা এই পুরানো দুনিয়া থেকে মরে গিয়ে বাবার হয়েছি অর্থাত্ দেহী - অভিমানী হয়েছি । বাবা তো চিরকালের দেহী -অভিমানী । তিনিই এ-সময় এসে দেহী -অভিমানী হওয়ার রহস্য বুঝিয়ে দেন । তোমরা যাঁর মহিমা করতে -- ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ত্বমেব ••• তাঁর সামনেই বসে আছ। হয়তো নিজের গ্রামে আছ কিন্তু তাঁর সামনেই আছ । বাবা এসেছেন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবা করতে । পতিত পাবন বাবা জানেন যে, আমাকেই পতিতদের পবিত্র করতে হবে । স্মরণ তো তাঁকেই করে তাই না ! পতিত পাবন এসো । এখন তো তোমরা সঙ্গম যুগে । তোমরা জান যে, বরাবর আমরাই পতিত ছিলাম । পতিতদের পাবন করতে পারেন এক বাবাই যাঁর গায়ন করা হয় শিবায় নমঃ । বাচ্চারা বাবাকে ডাকে । বাচ্চা সবার প্রিয় হয় । বাচ্চাদের সেবার্থেই বাবা এসে হাজির হন । বাচ্চা জন্ম নেবার পর বাবা তার সেবা করার জন্য উপস্থিত হয়ে যান । এখন তোমরা জান ওঁনার দ্বারাই আমরা এখন পবিত্র হচ্ছি । প্রকৃতই তিনিই আমাদের প্রিয় পিতা, যাঁকে আমরা আধাকল্প ধরে ডেকে এসেছি । সত্য - ত্রেতা যুগে আমরা বাবার বর্সা পেয়েছিলাম, তারপর হারিয়ে গেছে । মায়ারূপী রাবণের অভিশাপগ্রস্ত হয়ে গেছি । আমরা একদম দুখী হয়ে পড়েছিলাম । দুনিয়াতে সবাই দুখী থেকে দুখী, দুঃখের পাহাড় যেন ভেঙে পড়েছে । তখনই বাবা বলেন, আমি আসছি । সবাই পাপাত্মা হয়ে গেছে । পাপ করতে করতে দুঃখী হয়ে পড়েছে । বাবা এসে পুণ্য আত্মা তৈরি করেন, বর্সা দেন । তোমরা জান বরাবরের মতোই আমরাই আবার বেহদের বাবার কাছ থেকে বর্সা নিই । মায়া অভিশাপ গ্রস্ত করে দেয় আর বাবা এসে অভিশাপ মুক্ত করেন । বাবা বলেন, "আমাকে স্মরণ করলে তোমরা চির

শান্ত হয়ে যাবে । এখানে তো শান্তি হতেই পারেনা , দুখধাম না ! আমি তোমাদের শান্তি ধামে নিয়ে যাই । ওখানে সুখ, শান্তি, ধন ইত্যাদি সব আছে । বেহদের বাবার কাছ থেকে তোমরা 21 জন্মের জন্য ঝুলি ভর্তি করতে এসেছ । প্রত্যেকে নিজ নিজ পুরুষার্থ অনুসারে বর্সা পাবে, যখন ভগবানের সন্তান হয়েছ । উনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, সুতরাং স্বর্গের বর্সাই দেবেন । আমরা ওঁনার সন্তান, সুতরাং নিশ্চয়ই বর্সা পাব । বাবা বলেন, 5 হাজার বছর আগে তোমাদের বর্সা দিয়েছিলাম। তারপর হারিয়ে ফেলেছ । এখন সঙ্গম যুগে আবার তোমরা বর্সা পাচ্ছ । তোমরা জান যে, কল্পের প্রথমে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ কূলভূষণ হয়েছিলে, আবার ধীরে ধীরে সবাই আসতে থাকবে । দিনে দিনে ব্রাহ্মণ কূলভূষণ বৃদ্ধি পাবে । বংশকূল বৃদ্ধি পেতে থাকবে । তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, বাবাই তোমাদের সৃষ্টি করেন । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । বাবা তোমাদের সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, অহিংসা পরম ধর্ম গুণ দ্বারা পরিপূর্ণ করেন । দেবতারা কখনও হিংসা করেন না। তোমরা জান আমরাই দেবতা ছিলাম, এখন আবার হতে যাচ্ছি । চক্রাকারে দেবতা কূল থেকে ক্ষত্রিয় কূল বা বর্ণতে এসেছি , তারপর ক্ষত্রিয় কূল থেকে বৈশ্য কূল বা বর্ণে এসেছি । আমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে এসেছি । এখন বাবা আবার এসেছেন বর্সা দিতে । অভিশাপ মুক্ত করে পতিত থেকে পাবন করে তুলতে । এখানে মনুষ্য মাত্রই সব অভিশাপ গ্রস্ত হয়ে পড়ে আছে । বাবা এসে শাপ মুক্ত করে বর্সা দেন । এখন হলো সঙ্গমযুগ, সত্য যুগ আর বেশি দূরে নয় । স্বর্গ এতটাই কাছে, যতটা আত্মা শরীরের কাছে । মনুষ্য মনে করে স্বর্গ অনেক দূরে, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা স্বর্গের অনেক কাছে চলে এসেছ । পাঁচ হাজার বছর আগের কথা যখন স্বর্গ ছিল । আধা কল্প স্বর্গ ছিল আর আধা কল্প নরক । এখন স্বর্গ কাছেই । বাবা বলেন, সেকেন্ডে স্বর্গের রাজ্য নাও । তোমরা জান যে, আমরা যখন বাবার হয়ে যাই তখন স্বর্গের মালিক হতে পারি, ঠিক যেভাবে একজন বাচ্চা বোঝে সে তার বাবার বর্সার উত্তরাধিকারী ; অপরদিকে বাবাও জানে উত্তরাধিকারীর জন্ম হয়েছে । যদিও সে ছোট বাচ্চা কথা বলতে শেখেনি কিন্তু বাবা জানে সে উত্তরাধিকারী। ইনি হলেন বেহদের বাবা। আত্মা জানে আমি বাবার বাচ্চা হয়ে তাঁর বর্সার উত্তরাধিকারী হয়ে গেছি । বাবাও বলেন তোমরা তো স্বর্গের উত্তরাধিকারী নিশ্চয়ই হয়েছ কিন্তু বর্সার মধ্যে শ্রেণী ভেদ আছে ; কেউ সূর্যবংশে, কেউ চন্দ্রবংশে আবার কেউ প্রজাতে আসবে । পদেরও আলাদা আলাদা ভাগ আছে । বাচ্চারা বলবে, আমরা বাবার সম্পত্তির মালিক হই । তোমরা বাচ্চারা জান যে আমরা বেহদের বাবার বাচ্চা, আমরা সারা বিশ্বের মালিক হব । শুধু ভারত নয় সারা বিশ্বের । যদিও ভারতেই রাজত্ব করব কিন্তু বিশ্বের মালিক হব । ওখানে দ্বিতীয় কোনও রাজা রাজত্ব করার জন্য থাকে না । তোমাদের কত নেশা থাকা উচিত । বেহদের বাবা আর বেহদের বাচ্চা । তোমরা বলবে এখন আমরা স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছি । বাবার মতো মিষ্টি আর কেউ নেই । বাবা বাচ্চাদের জন্য নিষ্কাম সেবা করেন । নিজে মালিক হন না, বাচ্চাদের মালিকানা দেন । মানুষ বলে এই দাদা তো (ব্রহ্মা) অনেক সুখ ভোগ করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে এসে সন্ন্যাস নিয়েছেন, এতে কি হলো ? শিববাবা সম্পর্কে এমন কথা কেউ বলবে না । বাবা বলেন, আমি স্বর্গের সুখ গ্রহণ করিনা, তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে রাজধানী তোমাদের হাতে তুলে দিই। এই লৌকিক জগতের সেই সব রাজারা নিজেরা রাজত্ব করে তারপর রাজ্য প্রদান করে । এই বাবা বলেন, প্রিয় বাচ্চারা আমি পরমধাম থেকে এসেছি তোমাদের রাজ্য ভাগ্য প্রদান করতে, আমি রাজত্ব করিনা । আমাকে এই পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে আসতে হয় তোমাদের পবিত্র করার জন্য ; এখানেও কত বিঘ্ন সৃষ্টি হয় । কৃষ্ণ কাউকে অপহরণ করে নি, তোমরাই দৌড়ে বাবার কাছে আস । তোমরা বলবে, আমরা বাবার কাছে যাই সম্পূর্ণ বর্সা নেওয়ার জন্য । সামনে গিয়ে তাঁর কোলে আশ্রয় নিই

। ঈশ্বরীয় কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, বর্সা পাব বলে। বাবা আসেন পতিত দুনিয়াতে রাবণ রূপী শত্রু থেকে মুক্ত করতে । ৫ বিকার রূপী রাবণই মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু । এই শত্রু থেকে তোমাদের মুক্ত হতে হবে । পতিত পাবন এক বাবাই যাঁকে শিবায় নমঃ বলা হয় । সবার প্রেমিক এখন তোমাদের অর্থাৎ প্রেমিকাদের ফুল বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছেন । এখন তোমাদের আত্মা আর শরীর দুই-ই পতিত । আমি তোমাদের আত্মাকে পবিত্র করে তুলি যাতে তোমরা পবিত্র শরীর লাভ কর । তারপর তোমরা সত্য যুগে মহারাজা -মহারাণী হবে । সাজন এসে উপযুক্ত করে তোলেন । তোমরা জান যে, মায়া রূপী রাবণ অযোগ্য বানিয়েছে। এখন শিববাবা ব্রহ্মা শরীর দ্বারা যোগ্য করে তোলেন যদি শ্রীমতে চলো । শ্রীমত হলো ভগবানের । মাত - পিতা ওঁনাকেই বলা হয়, কৃষ্ণকে নয় । এখন তোমরা বাচ্চারা জান, যাঁর মহিমা করা হয়, তাঁর কাছেই আমরা শিক্ষা গ্রহণ করছি । অবশ্যই ব্রাহ্মণ কূলের হতে হবে, তারপর দৈবীকূলে যেতে পারবে। নিশ্চিত ভাবেই ব্রহ্মা মুখ দ্বারাই প্রথম ব্রাহ্মণ শিখি (উচ্চ) সৃষ্টি হয়েছিল । তোমরা ব্রাহ্মণরা রুহানী পান্ডা, রুহানী সেবাধারী । বাবা বলেন, আমি তোমাদের পান্ডা হয়ে এসেছি প্রকৃত তীর্থ করাতে । তোমাদের খুব সহজ রীতিতে বলি, শুধু বাবাকে স্মরণ করো আর নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । তোমাদের কখনও মন্দ কথা শোনা উচিত নয়, মন্দ বাক্য অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। এই সময় সারা দুনিয়াতে পাঁচ ভুতের (বিকার) প্রবেশ ঘটেছে, সুতরাং মন্দই শোনাবে । বেহদের বাবার কত বড়ো মহিমা কিন্তু বলে দেয় সর্বব্যাপী । তোমরা বোঝাতে পার -- গীত গাও পতিত পাবন এসো, তারপর বল সর্বব্যাপী । তাই যদি হয়, তবে তো সবারই পবিত্র হওয়া উচিত । সর্বব্যাপী বলার জ্ঞানই তো ভারতকে নাস্তিক আর কানাকড়ির মতো মূল্যহীন বানিয়েছে । বাবা তো বলেন, আমি কল্পে কল্পে এসে তোমরা বাচ্চাদের পতিত থেকে পাবন করে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই । আমি তোমাদের সেবায় উপস্থিত হই, যতই সহন করতে হোক না কেন ; আমি তোমাদের সেবার্থে হাজির হই । আমি তো জানি অনেক বাচ্চা, কেউ শ্রীমতে চলে, কেউ চলেনা , আবার কেউ জানেও না । প্রজাপিতা ব্রহ্মা, নিশ্চয়ই তিনি প্রজাদেরও পিতা হবেন। ক্রিয়েটর ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন । ব্রহ্মা দ্বারা তোমরা বাচ্চাদের শিক্ষা দেন । আদরের বাচ্চারা, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো, তবে তোমরা পতিত থেকে পাবন হতে পারবে আর তোমাদের বুদ্ধির তালাও খুলে যাবে । পাথর থেকে পারস বুদ্ধি বানানোর সেবা করতে এসেছি । নরক থেকে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছি । বাবা আসেনই সঙ্গমে । যখন সারা দুনিয়া পতিত তমোপ্রধান জড়জড়ীভুত হয়ে যায়, একে অপরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে, কাম কাটারি চালিয়ে একে অন্যকে দুঃখ দেয় । এখন তোমরা বাচ্চারা জান যে, আমরা বাবার কাছে শান্তিধামে যাব তারপর সুখধামে আসব। বাবা বলেন, বাচ্চাদের রুহানী নয়নে বসিয়ে সুইট হোমে নিয়ে যাব । এখন তোমরাও পান্ডার বাচ্চা পান্ডা হচ্ছ। তোমাদের নামই হলো শিব শক্তি পান্ডব সেনা । প্রত্যেককে বাবার পরিচয় দিয়ে বাবার কাছে যাওয়ার পথ বলে দাও । তোমাদের নিজেদেরও বর্সা নিতে হবে আর অন্যদেরও দিতে হবে । দেখ - মিরাট থেকে ২২ টা পার্টি এসেছে । ওরা পরিশ্রম করছে, প্রত্যেককে কড়ি থেকে হীরে তুল্য হওয়ার পথ দেখাচ্ছে । গায়নও আছে - ভগবান, তুমি অন্ধের লাঠি । বাবা এসে কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের দুনিয়াতে নিয়ে যান । তোমরা জান আমরা অসুর থেকে আবার দেবতা হচ্ছি । আমরাই এই বর্ণতে পুরো চক্র লাগিয়ে এসেছি । এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে আবার দেবতা হব । তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী । এটাই তোমাদের অলঙ্কার কিন্তু বিষ্ণুকে দেওয়া হয়েছে। কেননা, তোমাদের তো এই পার্ট চিরস্থায়ী নয়, তাই দেবতাদের এই নিশান দেওয়া হয়েছে । বাবার তো বাচ্চাদের প্রতি করুণা হয়, আবার না মায়ার প্রভাব এসে পড়ে। বাবাকে স্মরণ না করলেই মায়া এসে খেয়ে ফেলবে । বাবা

বেশি পরিশ্রম করার কথা বলেন না, শুধু বলেন বাবাকে স্মরণ কর আর নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর । এ হলো রুহানী যাত্রা, তোমরাও যাত্রা কর । বাবাকে থোড়াই ভুলে যাওয়া উচিত ? যোগ শব্দটি সরিয়ে দাও। শুধু বাবাকে স্মরণ কর । তোমরা কি বাবাকে ভুলে যাও? বাবা বলেন, অশরীরী হয়ে যাও, তোমরা হলে অশরীরী ; এখানে এসে শরীর ধারণ কর । এখন শরীরের ভাব ছাড়, আমি এসেছি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । আমি হলাম কালেরও কাল । এই পুরানো দেহকে ভুলে আমাকে স্মরণ কর, এই শরীর পুরানো জুতা হয়ে গেছে, এরপর তোমাদের নতুন শরীর দেব । পুরানোর প্রতি মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেল। আমি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব । সুতরাং খুশি হওয়া উচিত যে , আমরা বাবার ঘরে ফিরে যাব । পাঁচ হাজার বছর হয়ে গেছে আমরা শান্তিধাম ছেড়ে এসেছি, এখন আবার ফিরে যাব । এখানে হলো দুখধাম । বাবা এসে বাচ্চাদের সেবা করেন । আত্মা, যা নোংরা দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে তাকেই স্বচ্ছ পবিত্র করে প্রজ্জ্বলিত করে তোলেন । সুপুত্র বাচ্চা যে হবে সে বলবে আমি তো শ্রী নারায়ণকে বরণ করবো । বাবা বলেন, নিজের মনের দর্পণে দেখ কোনও ভুত বসে নেই তো ! ভুতকে তাড়াও যাতে ভুতের রাজত্বই শেষ হয়ে যায় । বাবা তো বাচ্চাদের সেবায় উপস্থিত । তিনি বিচিত্র, তাঁর কোনও চিত্র নেই । বাবা অন্যের অরগ্যান্স দ্বারা শিক্ষা দেন, বাস্তবে তো সব আত্মারাই বিচিত্র । পরে চিত্র (শরীর) ধারণ করে পার্ট বাজাতে আসে । বাবা বলেন, আমি এই চিত্র (ব্রহ্মার শরীর) বা প্রকৃতির আধার নিয়ে মাতাদের জ্ঞানের কলস প্রদান করি । যখন তোমরা বাচ্চারা বাবাকে জেনে যাও তখনই বর্সা পাও । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপ-দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবাকে স্মরণ করে, বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ রূপে মায়ার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে হবে ।

২) দেহ ভাব ছেড়ে অশরীরী হতে হবে, পুরানো দুনিয়া থেকে মমত্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে ।

বরদান :- স্ব-স্থিতির শক্তি দ্বারা যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় সমর্থ স্বরূপ মাস্টার নলেজফুল হও

স্ব- স্থিতি অর্থাত্ আত্মিক স্থিতি । পর - স্থিতি ব্যক্তি বা প্রকৃতি দ্বারা আসে কিন্তু স্ব-স্থিতি যদি শক্তিশালী হয়, তবে পর-স্থিতি তার উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনা। স্ব-স্থিতিতে স্থিত থাকে যে আত্মা, সে কোনও পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়না, কারণ সে নলেজফুল আত্মা । সে ত্রিকালদর্শী, সর্ব আত্মাদের নলেজ তার মধ্যে থাকে । সে জানে যে আত্মা পর-বশ, তাই শুভভাবনা, শুভকামনা দ্বারা তার সেবা করবে, ঘাবড়ে যাবে না, সবসময় খুশিতে থাকবে।

স্লোগান :- ভাগ্যবান সে-ই যে সবসময় ভাগ্যর গুণগান করে, দুর্বলতার নয় ।